দৈনিক জনকণ্ঠ

04 DEC 2006

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬...

এসএসসির আদলে প্রাথমিক শিক্ষ সমাপনী পরীক্ষা শুরু আজ

পরীক্ষার্থী ১৬ লাখ ৬৬ হাজার ৮শ' ৯১ জন

মিজানুর রহমান, সাতক্ষীরা থেকে ॥ এসএসসি পরীক্ষার আদলে সারাদেশে আজ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। ৬ বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৬ লাখ ৬৬ হাজার ৮শ '৯১ ছাত্রছাত্রী। এসএসসি পরীক্ষার মতো এই পরীক্ষায় অংশ নেয়া ছাত্রছাত্রীদের দেয়া হবে পরীক্ষা পাসের সনদপত্র। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর পরিচালিত এই পরীক্ষাব্যবস্থা মনিটর করছে প্রতিটি

করতে বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে এই প্রাথমিক শি সমাপনী পরীক্ষা এ বছর দেশজুড়ে প্রথম চালু হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে বেশিরভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কোন রব

এসএসসির আদলে

(প্রথম পাতার পর)

গাইডলাইন ছাড়াই এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন। তবে এই গাইডলাইন না পাওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পলিসি ও অপারেশন বিভাগের পরিচালক আমজাদ হোসেন টেলিফোনে জনকণ্ঠকে বলেন, প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে এ বিষয়ে যথাসময়ে গাইডলাইন পাঠানো হয়েছে। এই গাইডলাইন অনুসারে প্রশ্ন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবারই প্রথম সারাদেশে একযোগে এই পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আজ সোমবার থেকে। সকালে ও বিকালে দু' শিফটে টানা তিন দিনে ৬টি বিষয়ের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। গত বছর পরীক্ষামূলকভাবে দেশের ১৫ জেলায় এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ৬ বিভাগের ৩৭ হাজার ৭শ' ৬৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কমিউনিটি স্কুলসহ মোট ৪০ হাজার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগ থেকে ৪ লাখ ৫২ হাজার ৬শ' ৭৯, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ লাখ ৬৯ হাজার ৯শ' ৭৮ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪ লাখ ২৫ হাজার ৩শ' ৭৫, খুলনা বিভাগে ১ লাখ ৯৬ হাজার ৪শ' ৬৬ সিলেট বিভাগে ১ লাখ ৯ হাজার ১শ' ১৪ এবং বরিশাল বিভাগ থেকে ১ লাখ ১৩ হাজার ২শ' ৭৯ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে প্রত্যেক জেলা প্রশাসন থেকে। জেলাওয়ারী একই প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষার কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এই পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দায়িত্বশীল সূত্র জনকণ্ঠকে জানায়, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতোমধ্যে পৃথক একটি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড চালুর পরিকল্পনা ও প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে জমা হয়েছে। এই বোর্ড থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও সনদপত্র দেয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয়া ছাত্রছাত্রীদের দেয়ার জন্য সনদপত্র তৈরির নমুনা ইতোমধ্যে প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ব্র্যাক পরিচালিত কমিউনিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। তবে পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন কেমন হবে সে বিষয়ে কোন স্কুলপ্রধানই ছাত্রছাত্রীদের গাইড লাইন দিতে পারেননি। আগামী ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার আদলে এই পরীক্ষার প্রশ্ন হবে এমন প্রচার থাকলেও বৃত্তির জন্য প্রস্তুত ছাত্রছাত্রীদের নতুন করে এই পরীক্ষার জন্য ধর্ম বিষয় পড়তে হচ্ছে। বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে এই কোর্স সমাপনী পরীক্ষা চালু হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে মাধ্যমিক স্কুলের